কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

বিএম কলেজে এবার শিক্ষককে পেটাল ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▷

ছাত্রীর পর এবার শিক্ষককে পেটাল ছাত্রলীগ। পরীক্ষায় নকলে বাধা দেওয়ার জের ধরে কলেজ শিক্ষককে নির্যাতনের এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতাকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনার পর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

সরকারি বরিশাল কলেজ ক্যাম্পাসে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের হাতে শিক্ষক নির্যাতনের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং মহানগর ছাত্রলীগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে সোমবার সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কর্মীরা এক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। এ নিয়ে কালের কণ্ঠে মঙ্গলবার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে তাঁর স্বামীকে মারধর ছাত্রলীগের' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

বিএম কলেজে এবার শিক্ষককে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বরিশাল সরকারি কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় আব্দুর রহিম নামের এক ছাত্রলীগকর্মীকে নকল করায় বাধা দেন পরীক্ষা কক্ষের দায়িত্বে থাকা উজিরপুর স্মরণিকা কলেজের শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম। এর জের ধরে ওই দিন সন্ধ্যায় এই শিক্ষককে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করেন সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আল মামুন। কাজী নজরুলকে রক্ষা করতে এসে লাঞ্ছিত হন কলেজ অধ্যক্ষ খন্দকার আলিউল ইসলাম।

প্রত্যক্ষদর্শী উজিরপুর শহীদ স্মরণিকা কলেজের শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, ছাত্রলীগের এক কর্মী পরীক্ষা দিচ্ছেন এমন বিষয় পরীক্ষার শুরুতেই তাঁদের জানিয়ে যান সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন। তিনি ওই পরীক্ষার্থীকে বিশেষ ছাড় দেওয়ার জন্যও বলে যান। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার পরই ওই ছাত্রলীগকর্মী প্রকাশ্যে বই খুলে লেখা শুরু করেন। প্রথমে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে নিষেধ করেন। না শোনায় তাঁর খাতা ও সঙ্গে থাকা বইটি নিয়ে যান কাজী নজরুল। তবে কিছুক্ষণ পর তিনি খাতা ফেরত দেন।

জাহাঙ্গীর জানান, বিকেল ৫টায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই ছাত্রলীগ সভাপতি আল মামুন তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে পরীক্ষা কক্ষের সামনে এসে কাজী নজরুল ইসলামকে প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। তিনি এর প্রতিবাদ করলে মামুন তাঁকে এলোপাতাড়ি ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁর সহযোগীদের হাতে থাকা লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু করে শিক্ষক নজরুল ইসলামকে। তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে জাহাঙ্গীর জানান।

সরকারি বরিশাল কলেজে শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের ওপর হামলার ঘটনা দুঃখজনক। এ ঘটনায় শিক্ষকরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভ করায় শিক্ষক পরিষদের জরুরি সভা করা হয়েছে। ওই সভায় কলেজের স্নাতক (পাস) শেষ বর্ষের ছাত্র ছাত্রলীগ নেতা আল মামুনের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতা আল মামুন বলেন, 'ওই শিক্ষকের কাছে আমি কারণ জানতে চাই কেন ছাত্রলীগকর্মীর খাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এতে তিনি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হলে আমার সাথে থাকা কর্মীরা তাঁকে মারধর করে।'

মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি জসীম উদ্দিন বলেন, শিক্ষকের ওপর হামলা এবং সংগঠনে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার কারণে বরিশাল কলেজ ছাত্রলীগের সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে মামুনের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আজ বৃহস্পতিবার নগর ছাত্রলীগের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়েছে।